দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2 8 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

সোমবার রাজধানীর স্টেক হাউজ রেস্তোরাঁয় দৈনিক ইত্তেফাক ও বিএসবি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি ও বিদেশে উচ্চশিক্ষা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন -ইত্তেফাক

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগের অভাব রয়েছে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

জাতীয় শিক্ষানীতি ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষা শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কয়েকবার শিক্ষা কমিশন গঠন করা হলেও তাদের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। ফলে বাংলাদেশকে অন্য দেশের বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

সোমবার গুলশানের স্টেক হাউজে দৈনিক ইত্তেফাকের এই নগরী ও বিএসবি ফাউন্ডেশন এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। অনুষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলনের সঞ্চালনায় বৈঠকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. জসিম উদ্দিন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক জুবাইদা গুলশান আরা, ক্যান্ট্রিয়ন কলেজের অধ্যক্ষ ড. করুনাময় গোস্বামী, কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজীর অধ্যক্ষ অধ্যাপক এম এ কাশেম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. একে মনোওয়ার উদ্দীন আহমেদ, অধ্যাপক ড. মো: শফিকুল ইসলাম, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের চেয়ারম্যান আবু নাসের খান, ফেড-ক্যাবের সেক্রেটারী জেনারেল একেএম নজমুল হক জামালী, নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক ড. রোকেয়া কবীর, আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমদ খান, প্রিমিয়ার ব্যাংকের ফার্স্ট এসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হুমায়রা চিনু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএসবি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান লায়ন এম কে বাশার এবং সভাপতিত্ব করেন এই নগরীর বিভাগীয় সম্পাদক মাহবুবুল হাসান নীরু।

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তাদের অভিমত

অধ্যাপক ড. জসিম উদ্দিন বলেন, সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা এবং ল্যাবরেটরি ও বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে শিক্ষার মান উন্নত নয় বলেই অনেকেই স্নাতক পর্যায়ে কলেজে ভর্তি হতে চায় না। দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তি হতে না পারলে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলেও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান এবং পরিবেশ উন্নত না হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য যায়। এদের বেশিরভাগই দেশে ফিরে আসতে আগ্রহী নয়। তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষার পর শিক্ষার্থীরা দেশে ফিরে আসলেও তাদের মেধা ও অভিজ্ঞতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর তেমন সুযোগ নেই।

তিনি আরো বলেন, অতীতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে যারাই উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যেত তাদের বেশির ভাগই দেশে ফিরে আসত। এখন এ চিত্র ভিন্ন। এদের বেশির ভাগই বিদেশ থেকে ফেরত আসছে না। এভাবে মেধা পাচার হচ্ছে। শিক্ষা কমিশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কয়েকবার শিক্ষা কমিশন গঠন করা হলেও কমিশনের প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। তিনি অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে শিক্ষক ও গবেষণা কর্মীরা প্রয়োজনীয় গবেষণা করতে পারছে না।

জুবাইদা গুলশান আরা বলেন, অনেক শিক্ষক সুযোগ পেয়েও বিদেশে শিক্ষার জন্য যান না। তারা দেশে থেকেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিচ্ছেন। শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার সমালোচনা করে তিনি বলেন, যারা বিদেশে যায় তারা শিক্ষার জন্য নয়, বিদেশে যায় টাকা আয়ের জন্য, ভাল ভাবে বেঁচে থাকার জন্য।

করুনাময় গোস্বামী শিক্ষক প্রশিক্ষণের সমালোচনা করে বলেন, দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে যা হচ্ছে তা ঠিক নয়। তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি শিক্ষানীতিতে আলোচনা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অর্থবহ হতে হবে। সমাজের সবাই যেন উচ্চ শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ পায় এদিকে সরকারকে নজর দিতে হবে।

এম এ কাসেম বলেন, যে বিষয়ে কাজের সুযোগ আছে, শিক্ষার্থীরা সে বিষয়েই শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। শিক্ষকদের দিয়েই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা উচিত বলে তিনি মত দেন। তিনি বলেন, বিদেশে যাবার ক্ষেত্রে কোন বাধা নিষেধ থাকা উচিত নয়। প্রয়োজনে সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা উচিত।

একে মনোওয়ার উদ্দীন আহমেদ বলেন, মেধা-যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ পেয়েছে, তারাই এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং পরবর্তীকালে শিক্ষা কমিশনের সদস্য হয়েছে। তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশের যাওয়ার পক্ষে মত দেন। তিনি বলেন, শিক্ষানীতি বিজ্ঞান ভিত্তিক হতে হবে এবং এ নীতিতে গ্রাম ও শহর, নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা থাকতে হবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে মেয়েদের অগ্রাধিকার দেয়া উচিত বলে তিনি মত দেন।

শফিকুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান নিতে হবে। তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা কম হওয়ায় শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

আবু নাসের খান বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি কমিশন গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সাধারণ বিএ, এম এ বিষয়গুলো রাখা ঠিক হবে না। তিনি কর্মমুখী শিক্ষার ওপর মত দেন।

নজমুল হক জামালী বলেন, বছরে ১৫ হাজার শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য যাচ্ছে। তিনি বলেন, বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়। যেসব দেশের দূতাবাস ঢাকায় নেই এসব দেশের দূতাবাস ঢাকায় স্থাপনের জন্য সরকারকে উদ্যোগ নেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ড. রোকেয়া কবীর বলেন, শিক্ষা জাতির অধিকার এ বিষয়টি সামনে নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা নির্ণয়ের মানদণ্ড নিরূপণ করার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানান তিনি।

নুমান আহমদ খান প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর দেয়ার দাবি জানান। লায়ন এম কে বাশার বলেন, দীর্ঘ ৩৫ বছর পর দেশে শিক্ষা নীতি ঘোষণা করা হয়নি। শিক্ষা নীতি বিষয়ে সরকার বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা নীতি গঠন করলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন নিয়ম নীতি হয়নি।

হুমায়রা চিনু বয়স উপযোগী পাঠ্য বই ও শিক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইমদাদুল হক মিলন বলেন, শিক্ষকদের মানুষ গড়ার শিল্পী হিসাবে তৈরি করতে হবে। তাদেরই আলোর পথ দেখাতে হবে। এই আলোর পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে।